একান্ত সাক্ষাৎকারে মাহাথির মোহাম্মদ

‘এখন যারা মৌলবাদী হিসেবে পরিচিত, তারা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে সরে এসেছে, তারা ভ্রান্ত... আমাদের নীতি নৈতিকতার মানদণ্ড, তথাকথিত উন্নত দেশগুলো থেকে আলাদা...’

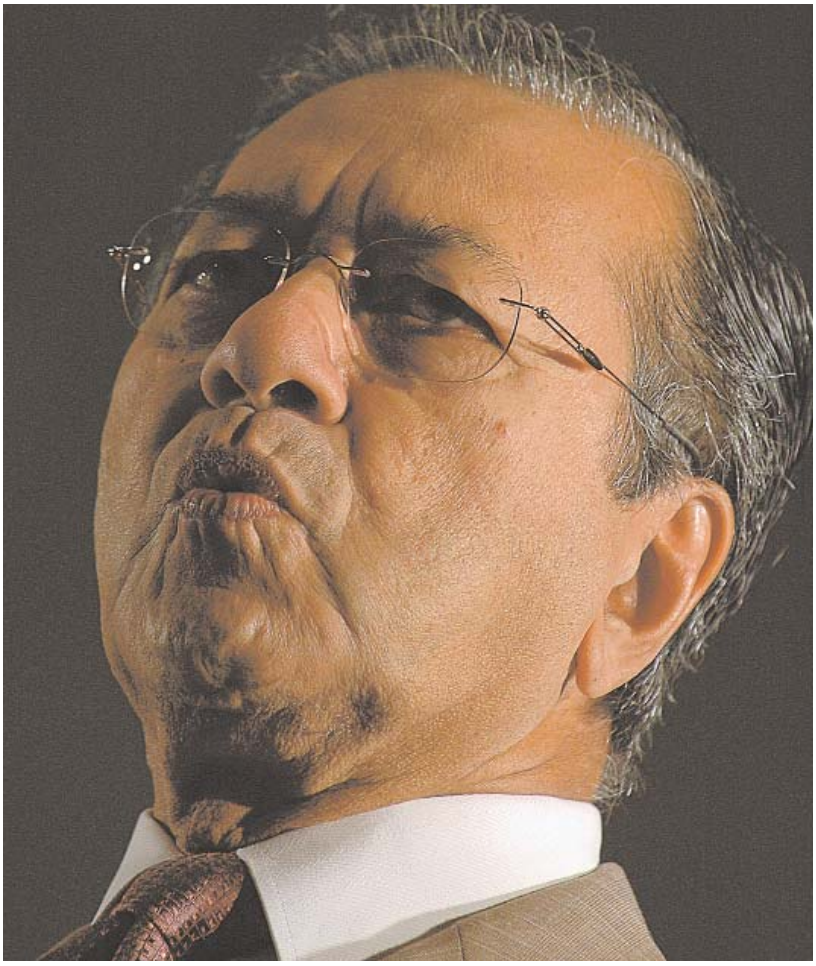

ছবি : নাসির আলী মামুন

১৮ আগস্ট ২০০৫ কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের ৮৬ তলায় মাহাথির মোহাম্মদের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ**। ১১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী মুসলিম বিশ্বের সমস্যা, ইসলাম, মৌলবাদ, পশ্চিমা প্রচারণাসহ অনেক বিষয়েই খোলামেলা আলোচনা হয়। ইসলাম এবং মৌলবাদ বিষয়ে মাহাথির তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকারটি গুরুত্ববহ। পশ্চিমের পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার এই জীবন্ত কিংবদন্তীকে বুঝতে সাহায্য করবে...

সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ : আপনার মতে, ১১ সেপ্টেম্বরের পর মালয়েশিয়ার সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো কী?

মাহাথির মোহাম্মদ : টুইন টাওয়ারে হামলা ধর্মের কারণে ঘটেনি, আমাদের এই অবস্থান ধরে রাখাটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যাপারটি আসলে মুসলমানদের বিশেষত প্যালেস্টাইনের বৈষম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইমতিয়াজ : আর দেশ হিসেবে মালয়েশিয়ার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি? আপনার কি মনে হয়, এই ঘটনায় মালয়েশিয়ার ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছে?

মাহাথির : শুরুতে তথাকথিত ‘ইসলামী’ সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদের সঙ্গে মালয়েশিয়াকে জুড়ে দেবার একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু ৯-১১ সেপ্টেম্বরের আগেই কারো কোনো তাগাদা

ছাড়াই আমরা এ উগ্রবাদী লোকদের কর্মকান্ড চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। কারণ আমরা বুঝেছিলাম তারা ভুল পথে আছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে উৎখাত করার যে চিন্তা তাদের তা নিতান্তই ভুল। তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি, তাদের গ্রেপ্তার করেছি এবং জেলে পুরেছি।

ইমতিয়াজ : ১১ সেপ্টেম্বরের অল্প কিছু দিনের মধ্যে আপনি মালয়েশিয়াকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা দিলেন। এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিল?

মাহাথির : বিরোধী ইসলামী পার্টি (পার্টি ইসলাম সি মালয়েশিয়া বা পিএএস) বলার চেষ্টা করতো, যেহেতু ঘোষণা দেয়া হয়নি তাই মালয়েশিয়া কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয়। কিন্তু অধিকাংশ ইসলামী দেশ কখনো এমন ঘোষণা দেয়নি। ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নেই। আমরা ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক দেশ পরিচালনা করে এসেছি। ইসলামী শরিয়াকে পুরোপুরি ত্যাগ করিনি। দেশে আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে তা শরিয়া মোতাবেক হতে হবে। আর এজন্যই আমরা নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্র মনে করি।

ইমতিয়াজ : আপনার অনেকগুলো বইতে লিখেছেন আবার বক্তব্যেও বলেছেন, অন্য ধর্মাবলম্বীরা সন্ত্রাস করলেও শুধু ইসলামকেই সহিংসতা এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এ প্রবণতার কারণ কী?

মাহাথির : এর কারণ মূলত আন্তর্জাতিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে ইউরোপিয়ান জাতটা, যারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাবটা দূর করতে পারেনি। সেই ক্রুসেডের আমল থেকে তারা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এ কারণেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবনে হামলার পর বুশ প্রথম ভাষণে ক্রুসেডের কথা বলেছেন। পরে শুধরে নিলেও বিষয়টি যে তার মাথায় আছে সেটা প্রকাশ হয়ে গেছে।

ইমতিয়াজ : আপনি মার্কিন নীতির একজন কড়া সমালোচক। বিশেষত ৯/১১-এর পর আপনি তাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মিডিয়া এবং কতিপয় বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারক বলে থাকেন, মালয়েশিয়াকে মধ্যপন্থি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরে আপনি আসলে পশ্চিমাদের কাছ থেকে ফায়দা লুটতে চান। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

মাহাথির : তারা (পশ্চিমা বিশ্ব) এ কথা বলে যে, মালয়েশিয়া মধ্যপন্থি ইসলামী দেশ। আমরা মধ্যপন্থি (Moderate) ইসলামী দেশ নই। আমরা আসলে মূলগতভাবে (Fundamentally) ইসলামী। অন্যভাবে, পবিত্র কোরআন এবং সহিহ হাদিসে ইসলামের যে মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে আমরা সেগুলো মেনে চলি। যেমন, আপনি জানেন যে, চৌদ্দশত বছর ধরে অসংখ্য মানুষ ইসলামের ব্যাখ্যা, পুনঃব্যাখ্যা দিয়েছে। তাদের এসব ব্যাখ্যার ফলে মুসলমানরা এখন শত সহস্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ইসলাম সম্পর্কে এসব গোষ্ঠীর ধারণা এবং ব্যাখ্যা রয়েছে। তাদের মধ্যে এমন উগ্রপন্থি লোকজন আছে যারা অন্য মুসলমানদের মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে। আবার কিছু লোক আছে যারা পশ্চিমা বিশ্বকে খুশি করার জন্য নিজেদের মধ্যপন্থি দাবি করে। আসলে ইসলামে কোনো মধ্যপন্থা নেই। কেননা ইসলাম নিজেই একটি মধ্যপন্থি ধর্ম। ইসলামের মূল শিক্ষা যদি মেনে চলা হয়, তাহলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। কারণ ইসলাম শান্তির ধর্ম। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে কিংবা অ-মুসলমানের সঙ্গে কোনো বিভেদ, সংঘাত থাকবে না। ইসলাম এ কথা বলেই দিয়েছে যে, অন্য ধর্মের লোকেরাও আছে যারা নিজেদের মতো ধর্ম পালন করে। তাদের ধর্ম তাদের জন্য, আমাদের ধর্ম আমাদের। কাজেই পরধর্মসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি ইসলামের মূল শিক্ষায় প্রোথিত। তাই আমরা মধ্যপন্থি মুসলমান নই, আমরা মৌলবাদী মুসলমান। আমি অনেক আগেই এ বক্তব্য দিয়েছি এবং তা আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। অবশ্য তারা ধরে নিয়েছে 'মৌলবাদী' মানে হলো আমি আশপাশের মানুষকে হত্যা করবো। কিন্তু ব্যাপারটি তেমন নয়। আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা খুবই যুক্তিসঙ্গত, সহিষ্ণু এবং মানবিক।

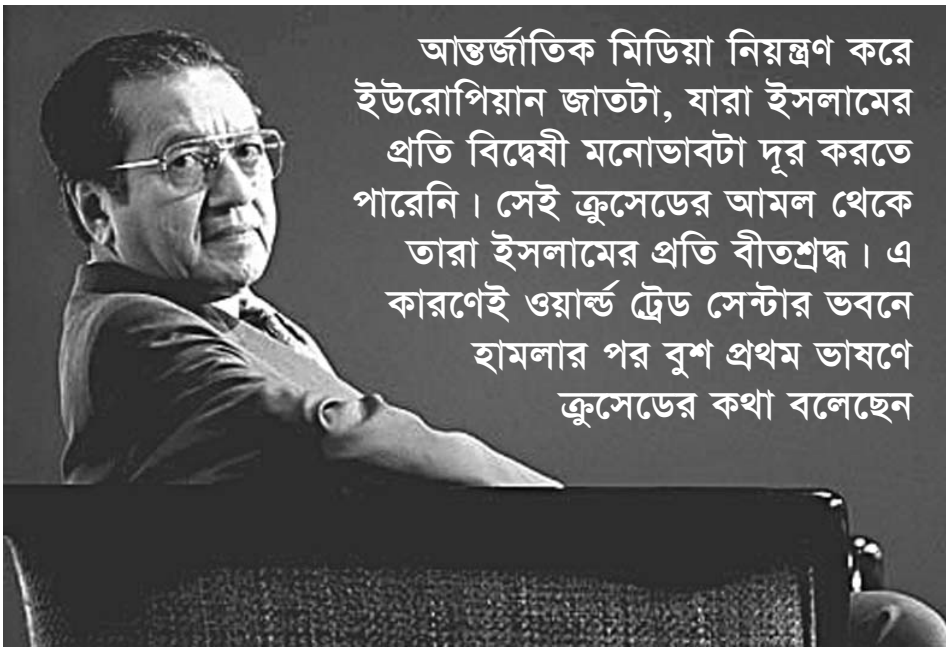

ইমতিয়াজ : আপনি উগ্র ইসলামকে সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে সব সময় সমালোচনা করে এসেছেন। মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কট্টর ইসলাম এবং সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির উগ্রবাদী ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য আপনার চোখে পড়ে?

মাহাথির : কোনো পার্থক্য নেই। এটি অবশ্য 'কট্টর ইসলাম' নয়, বরং ইসলাম থেকে বিচ্যুত চিন্তাধারা। অন্য মুসলিম কিংবা অমুসলিম দেশে যেমন, মালয়েশিয়াতেও তেমনি বিচ্যুত ভাবনার লোকজন রয়েছে। GLb hviv †gŠjev`x wn‡m‡e cwiwPZ, Zviv Bmjv‡gi gj wk¶v †_‡K m‡i G‡m‡Q, Zviv åvš|

ইমতিয়াজ : তার মানে, মালয়েশিয়াতে যারা ইসলাম থেকে সরে গেছে তাদের সঙ্গে বাইরের এমন লোকজনের পার্থক্য নেই?

মাহাথির : না নেই। তারা সবাই বিভিন্নভাবে সত্যিকার শিক্ষা থেকে সরে গেছে। যেমন- আমাদের এখানে ইসলামী দল দাবি করে তাদের পক্ষ নিলে বেহেশত পাওয়া যাবে। এটা হাস্যকর। তারা এ কথাও বলে যে, আমি মুসলমান নই। যদিও তাদের এ কথা বলার এখতিয়ার নেই। কাজেই এটাই এ ধরনের বিচ্যুতি। কেননা, ইসলাম অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক এবং মুহম্মদ (সাঃ) তার প্রেরিত নবী ও রাসুল। তিনিই মুসলমান। কেউ

বলতে পারবে না যে তিনি মুসলমান নন। কিছু ব্যাপারে হয়তো নাও মিলতে পারে। কিন্তু মূল ব্যাপার হচ্ছে, তিনি আল্লাহর একত্ববাদ এবং মুহম্মদ (সাঃ) যে নবী এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। কেউ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন তাকে এটুকুই বলতে হয়। অন্য বিষয়গুলো অবশ্য ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত এবং এতে পার্থক্য থাকতেই পারে। কারো ইবাদতের ধরন ভিন্ন হতেই পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, সে মুরতাদ হয়ে গেল।

ইমতিয়াজ : আপনি ভিশন ২০২০-এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ২০২০ সাল নাগাদ মালয়েশিয়া পরিপূর্ণ উন্নত দেশে পরিণত হবে। আপনার কি মনে হয় এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে এবং একই সঙ্গে একটি এশিয়ান দেশ হিসেবে মালয়েশিয়ার অবস্থান এবং ভূমিকায় একটা প্রভাব পড়বে? যেহেতু মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়াই হবে এর প্রথম দাবিদার?

মাহাথির : মুসলিম দেশসমূহ অন্য যেকোনো দেশের মতোই উন্নতির যোগ্যতা রাখে। কিন্তু আমরা বলেছি, আমরা নিজেদের মতো করে সেই যোগ্যতা অর্জন করবো। এর মানে আমাদের নীতিনৈতিকতার মানদন্ড তথাকথিত উন্নত দেশগুলো থেকে আলাদা হবে। পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর মতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা। তারা এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যেখানে নৈতিকতার অবনতি ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তারা সমলিঙ্গীয় বিয়ের অভ্যাস করছে। আবার নারী-পুরুষের স্বাভাবিক বিয়েকে তারা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকার করে না এবং তাদের কাছে পারিবারিক মূল্যবোধের আর কোনো স্বীকৃতি নেই। আমাদের মতে, উন্নত দেশের একটি উন্নত নৈতিক মানদন্ড থাকবে, দেশটিতে শিল্পায়ান হবে, সবচেয়ে অত্যাধুনিক পণ্য উৎপাদিত হবে এবং সরকার ব্যবস্থা হবে ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্থিতিশীল। এই সবকিছু মিলিয়েই আমরা উন্নত দেশ বুঝি।

ইমতিয়াজ : তাহলে আপনি মনে করেন, অন্য মুসলিম দেশগুলোর সামনে মালয়েশিয়ার হওয়া উচিত আদর্শ কিংবা মডেল, যা অন্যেরা অনুসরণ করবে?

মাহাথির : আমাদের মডেল মনে করা উচিত কি না সেটা আমি জানি না। আমাদের মনোযোগ কেবল নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিবদ্ধ।

ইমতিয়াজ : কিন্তু ওআইসি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে আপনি জোর গলায় বলেছেন যে, অন্য মুসলিম দেশগুলোর উচিত এ জাতীয় উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা।

মাহাথির : আমরা আসলে সেটা বলিনি। মুসলিম দেশগুলো উন্নতি করতে পারবে না এই ধারণায় কেউ যদি মনে করে মালয়েশিয়া উন্নত দেশ এবং একে অনুসরণ করা উচিত, সেটা তাদের ব্যাপার। আমরা অন্যদের কাছে কিছু প্রচার করতে যাচ্ছি না।

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার

হাসান মূর্তাজা

মাহাথির মোহাম্মদ লিখে 'গুগল'-এ সার্চ দিলে ১ লাখ ৬৬ হাজারেরও বেশি এন্ট্রি চোখের পলকে সামনে এসে হাজির হয়। লেখার জন্য তথ্য-উপাত্তের কোনো ঘাটতি হয় না। তবে সেগুলো বহুলাংশে পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য বিশ্লেষণের যোগান। কারণ শুধু ইন্টারনেট নয়, আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মাহাথির সম্পর্কিত যত তথ্য-উপাত্ত, তার সিংহভাগের যোগানদার পশ্চিমারা। তাদের চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রায় পুরোটাই মাহাথিরের স্রেফ সমালোচনা। পশ্চিমা সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষকরা তার সমালোচনায় এতোটাই মুখর যে, তাদের লেখাগুলো পড়লে যে কেউ তাকে খলনায়ক বৈ অন্য কিছু ভাববে না। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রমোদবিলাসী জীবন, প্রতিপক্ষের প্রতি নিষ্ঠুরতা, জাতিগত পক্ষপাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে তার একটা বাজে ইমেজ তৈরি করতে পশ্চিমা মিডিয়া সর্বক্ষণ সচেষ্ট। দোষ-গুণে মানুষ। সবাই সমস্বরে মাহাথিরের প্রশংসাগীত গাইবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কিন্তু যে মানুষটির কারণে পিছিয়ে পড়া একটা দেশ উঠে এল প্রায়-উন্নত দেশের কাতারে, পরিণত হলো বিশ্বের ১৪তম অর্থনৈতিক শক্তিতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বাধীন মতামত রাখার সাহস পেল, সেই মানুষটির ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে পশ্চিমাদের কার্পণ্য একটা ধাক্কা দেয় বৈকি। কারণটা অবশ্য বোধের অগম্য নয়। মাহাথিরের বড় দোষ, তিনি বড়ই 'বেয়াড়া'। পশ্চিমাদের শাসন মানতে চান না কিছুতেই। বরং সুযোগ পেলেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তাদের হীনম্মন্যতা, দুমুখো নীতি। আর এ কারণেই তিনি পশ্চিমাদের গাত্রদাহ।

কিন্তু পশ্চিমারা বিভিন্ন ইস্যুতে যেভাবে মাহাথিরের সমালোচনা করছে, আমরাও কি তাই করবো? প্রশ্নটি রেখেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদের কাছে। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের সর্বোচ্চ তলায় বসে মাহাথিরের সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন এই তরুণ শিক্ষক। তাঁর অভিমত, 'মাহাথিরের সবকিছুই তো আর প্রশংসার যোগ্য নয়। তিনি মালয়েশিয়াকে অনেক তেতো ওষুধ গিলিয়েছেন। পশ্চিমা সাংবাদিকদের চোখে হয়তো অনেক কিছুই বিসদৃশ ঠেকবে। কিন্তু একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমি বলতে পারি, ১৯৫৭ সাল

থেকে যাঁর দল ক্ষমতায়, দীর্ঘ ২২ বছর যিনি নিজে ক্ষমতায় থেকে দেশের জন্য এতো কিছু করেছেন, তাঁর ব্যর্থতাগুলো সহজেই উপেক্ষা করা যায়।' আসলে পাশ্চাত্য মিডিয়া ও বিশ্লেষকদের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে, তাদের একপেশে সমালোচনাগুলো বাদ দিয়ে প্রাচ্যের চোখে এশীয় বাস্তবতায় মাহাথিরকে দেখার চেষ্টা করা অনেক বেশি জরুরি।

১৯৪৬ সালে ২১ বছর বয়সে নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দল 'ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন' বা উমনো-তে (UMNO) যোগদানের মধ্য দিয়ে মাহাথিরের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের শুরু। এ সময় তিনি মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র। পড়াশোনা শেষে জন্মস্থান কিদাহ প্রদেশে সাত বছর প্র্যাকটিসও করেন ডা. মাহাথির। কিন্তু ক্রমশ রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে ডাক্তারি বিদ্যার চর্চাটা আর হয়ে ওঠেনি তাঁর পক্ষে। ১৯৬৪ সালে উমনোর পক্ষে নির্বাচন করেন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

gvj‡qwkqvq c_gev‡i i g‡Zv wbwgZ evBK Pvj v‡"Qb gvnvwi_ i

মাহাথিরের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে পশ্চিমাদের বড়ই কার্পণ্য। মাহাথিরের বড় দোষ, তিনি বড়ই 'বেয়াড়া'। পশ্চিমাদের শাসন মানতে চান না কিছুতেই। বরং সুযোগ পেলেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তাদের হীনম্মন্যতা, দুমুখো নীতি। আর এ কারণেই তিনি পশ্চিমাদের গাত্রদাহ

মাহাথির সম্পর্কে একটি অভিযোগ হলো, স্বজাতি মালয় জনগোষ্ঠীর প্রতি তিনি বিশেষভাবে দুর্বল। তার এ দুর্বলতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৬৯ সালে। সে সময় তিনি পার্টির প্রধান এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুর রহমানের উদ্দেশে লেখা এক খোলা চিঠিতে মালয় সম্প্রদায়ের প্রতি অবহেলার অভিযোগ আনেন। দল থেকে বহিষ্কৃত হন মাহাথির। পার্লামেন্টে আসনও হারান। রাজনৈতিকভাবে দিগভ্রান্ত মাহাথির এ সময় তার সমর্থকদের মাঝে মালয় সম্প্রদায়ের দুর্দশার চিত্র প্রচার করতে থাকেন। এক পর্যায়ে প্রকাশিত হয় তার বহুল পঠিত এবং বিতর্কিত বই 'মালয়ী দ্বিধা' (The Malay Dilemma)। তিনি লেখেন, ঔপনিবেশিক যুগে মালয় সম্প্রদায়কে যেভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, এখনো তেমনটাই করা হচ্ছে এবং তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখা হয়েছে। মাহাথিরের বইটি বেশ সাড়া ফেলে মালয় রাজনীতিকদের মধ্যে। বিশেষত উমনোর অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের মধ্যে। তারা মাহাথিরকে পুনরায় দলে আসার আমন্ত্রণ জানান। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি দলে ফিরে আসেন, ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে পুনরায় পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। তাকে শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। চার বছরের মধ্যে তিনি উমনোর উপ-প্রধান নির্বাচিত হন।

মালয় জনগোষ্ঠীর প্রতি মাহাথিরের দুর্বলতার বিষয়টি এখানে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মালয়েশিয়া বহুজাতি বিভক্ত একটি দেশ। এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয় জনগোষ্ঠী, যারা প্রধানত মুসলমান। এরপর আছে বৌদ্ধা ধর্মাবলম্বী চীনা এবং ভারতীয়রা (মূলত তামিল এবং শিখ)। সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঔপনিবেশিক কাল থেকে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতায় চীনাদের থেকে অনেক পিছিয়ে। সংখ্যালঘু হলেও মালয়েশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য মূলত চীনাদের হাতে। আর মাহাথির চেয়েছিলেন এ অবস্থার পরিবর্তন। মালয় জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে তার কোনো রাখঢাক ছিল না। তবে চীনা বা ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করার কোনো রকম মনোভাব দেখাননি। 'মাহাথির চীনা জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়িক ক্ষমতাকে কোনোভাবে ক্ষুণ্ন করেননি। বরং মালয়দের বলেছেন, 'তোমরা চীনাদের দেখ, ওদের মতো ব্যবসায়ী হও।' মূলত দুই জনগোষ্ঠীকে তিনি সুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেন।' - বললেন সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ।

১৯৬৯-এ মালয়েশিয়াজুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত স্থানীয়রা, যারা ভূমিপুত্র (মূলত মালয় ও অন্যান্য আদিবাসী) নামে পরিচিত, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালে নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy বা NEP) প্রণীত হয়। এ নীতির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি চাকরি, ব্যাংকঋণ, সরকারি ঠিকাদারি, শেয়ার ইত্যাদিতে ভূমিপুত্রদের কোটার ব্যবস্থা করা হয়। দল থেকে বহিষ্কৃত মাহাথির এ সময় মালয়দের অধিকার আদায়ের জন গণসংযোগ করছিলেন। পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসে বৃহত্তর কর্মকান্ডে মালয়দের আরো বেশি সম্পৃক্ত করেন। সবটাই মূলত সাম্প্রদায়িক দূরত্ব ঘোচানোর জন্য। সৈয়দ ইমতিয়াজ অবশ্য বলছেন, মালয়েশিয়ার সরকারি নীতি 'মালয়পন্থি' (Malay Biased)। তবে ক্ষমতা ছাড়ার শেষ দিন পর্যন্ত মাহাথিরের আক্ষেপ ছিল, মালয়দের এতো সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট নয়।

১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রী হন ড. মাহাথির মোহাম্মদ। এ সময় জাপানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে নতুন রূপ দেয়ার পরিকল্পনা নেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, মালয়েশিয়াকে শুধু রবার ও টিন রপ্তানিকারক হিসেবে না রেখে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিকরকে কীভাবে উন্নীত করা যায়।

সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মাহাথিরের একটি বিখ্যাত দর্শন ছিল, একখন্ড জমিতে চাষাবাদ করলে একটি পরিবার খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে। কিন্তু সেই জমিতে যদি শিল্প স্থাপন করা যায়, তাহলে শত শত লোক বাঁচতে পারবে।' এটা ছিল তার যুক্তি। মালয়েশিয়ায় গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, রাস্তার পাশে কোনো

‘মাহাথিরের সামনে বসে আপনি খুব স্বস্তি বোধ করবেন না। রুমে ঢুকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা আলাদা ব্যাপার টের পাওয়া যায়’

সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : মাহাথিরের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলো কেন?

সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ : ৯/১১-র পর মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে মাহাথিরের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। এবং মাহাথিরের কারণেই এই নীতি অন্যসব মুসলিম দেশের চেয়ে ভিন্ন হয়েছে। সমালোচনা সবাই করেছে। কিন্তু সমালোচনার যে গভীরতা তা কেবল মাহাথিরের বক্তব্যেই পাওয়া যায়। আমেরিকার ভয়েই হোক বা অন্য কোনো কারণে, অন্য মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমের তেমন কোনো সমালোচনা করেনি। কিন্তু মাহাথির বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমেরিকার সমালোচনা করেছে। এবং সেগুলো যৌক্তিক সমালোচনা।

২০০০ : সাক্ষাৎকারটি তো আপনার গবেষণার অংশ?

ইমতিয়াজ : এটা ছিল এশিয়ান স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড। ৯ মাসের গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছিল। শর্ত ছিল বাইরের কোনো দেশে গিয়ে থাকতে হবে। এবং সেখানে কাজটা করতে হবে।

২০০০ : আপনার গবেষণাটি তো ছিল ৯/১১-র পর মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক?

ইমতিয়াজ : ঠিক পররাষ্ট্রনীতি নয়। আমি এটাকে বলেছি আন্তর্জাতিক নীতি (International Policy)। সুনির্দিষ্টভাবে শিরোনামটি ছিল ‘মডার্নিটি, আইডেনটিটি এন্ড রেকগনিশন : মালয়েশিয়া ইন দি পোস্ট ৯/১১ ওয়ার্ল্ড।’

২০০০ : মাহাথিরের সঙ্গে যোগাযোগ কিভাবে হলো?

ইমতিয়াজ : আমি ব্যক্তিগতভাবে মাহাথিরকে একটা ই-মেইল করি। এবং সে সময় আমার গবেষণাকর্মের অংশ বিশেষ অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিই। আমি জানতে চাই যে লেখাটি পড়ে যদি তাঁর মনে হয় আমাকে তিনি কিছুটা সময় দিবেন, তাহলে আমার কাজটি করতে সুবিধা হয়।

২০০০ : তারপর?

ইমতিয়াজ : মাসখানেক পর আমাকে একটা সময় দেয়া হয়। মাহাথিরের ব্যক্তিগত সচিব আমাকে একটা ফিরতি মেইল করেন।

২০০০ : কতক্ষণ সময় পেয়েছিলেন?

ইমতিয়াজ : আমাকে সময় দেয়া হয়েছিল ৩০ মিনিট। পরিচিতি ও অন্যান্য সৌজন্য আলাপে মিনিট দশেক সময় যায়। ইন্টারভিউর ব্যাপ্তি ছিল প্রায় ২০ মিনিট।

২০০০ : ইন্টারভিউটা কোথায় নিয়েছিলেন?

ইমতিয়াজ : পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারে। মাহাথির এখন সেখানেই অফিস করেন। পেট্রোনাসের দুটো টাওয়ারকে সংযোগকারী যে ব্রিজ দেখা যায়, সাধারণ লোকজন ও পর্যটকরা সে পর্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু মাহাথির আমাকে ৮৬ তলায় তাঁর অফিসে নিয়ে যান। এটাই পেট্রোনাস টাওয়ারের সর্বোচ্চ তলা।

২০০০ : সাক্ষাৎকারের সময় ক’জন ছিলেন?

ইমতিয়াজ : মাহাথির, ওনার একজন ব্যক্তিগত সচিব এবং আমি।

২০০০ : মাহাথিরকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। কেমন দেখলেন?

ইমতিয়াজ : ইমপোজিং পার্সোনালিটি এক কথায়। মাহাথিরের সামনে বসে আপনি খুব স্বস্তি বোধ করবেন না। রুমে ঢুকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা আলাদা ব্যাপার টের পাওয়া যায়। নার্ভটা শক্ত হতে হবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে। চট করে আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসবেন। যেমন আমি এক পর্যায়ে বলেছিলাম আপনি তো মালয়েশিয়াকে মডারেট ইসলামিক দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। কিন্তু অনেকে বলছে এটা জর্জ বুশকে নিবৃত্ত করার একটা চেষ্টা। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, মালয়েশিয়া তো কোনো মডারেট মুসলিম কান্ট্রি না। মালয়েশিয়া একটা ফান্ডামেন্টালিস্ট কান্ট্রি। একথা পশ্চিমারা বলে যে, মালয়েশিয়া একটা মধ্যপন্থি মুসলিম দেশ।

২০০০ : এখানে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। মাহাথির যখন বলেন তাঁর দেশ মৌলবাদী দেশ। তিনি নিজে মৌলবাদী মুসলমান, তখন কি লোকজন বিভ্রান্ত হয় না?

ইমতিয়াজ : আসলে উনি যা বলতে চেয়েছেন তা হলো মধ্যপন্থি মুসলমান আর মৌলবাদী মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করার কিছু নেই। তাঁর কথা হচ্ছে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ৯/১১ বা তার আগে পরে যে

খালি জায়গা নেই। সর্বত্র ছোট ছোট শিল্পকারখানা।

মূলত মাহাথিরের নেতৃত্বে মালয়েশিয়া এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মডেলে পরিণত হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের আগ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মিলিত বিনিয়োগের চেয়ে বেশি। ক্রমেই মালয়েশিয়া ভারী শিল্প, ইলেকট্রনিক দ্রব্য এবং মোটরগাড়ি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। থাইল্যান্ড কিংবা ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা মালয়েশিয়ার তিন থেকে দশগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও দেশটি কেন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এতো পছন্দের? এক কথায় বলতে গেলে, মাহাথিরের জন্য। দেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য মাহাথির মূলত দুটো কাজ করেন। প্রথমত, পর্যাপ্ত অবকাঠামো গড়ে তোলেন : রাস্তাঘাট, রেলপথ, ম্যানুফেকচারিং জোন ইত্যাদি। বিশেষ উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতির মধ্যে মালয়েশিয়াতেই অবকাঠামোর পেছনে সবচেয়ে বেশি খরচ করা হয়। দ্বিতীয়ত, যেকোনো মূল্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করেছেন তিনি। উপনিবেশ-উত্তর দক্ষিণ এশিয়ায় মালয়েশিয়াই একমাত্র দেশ, যেখানে কম্যুনিস্টরা কোনো রকম ঘাঁটি গাড়তে পারেনি এবং ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে নির্বিঘ্নে। এমনকি ২২ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মাহাথির অনেকটা নিশ্চুপেই আব্দুল্লাহ বাদাওয়ির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে

ঘটনাগুলো ঘটেছে তিনি তার সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, ইসলাম এ ধরনের উগ্রবাদের সমর্থন করে না। তাঁর কথা হচ্ছে, ইসলামে কোনো মডারেশন নেই। বরং ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো এ ধরনের ভায়োলেন্সকে সমর্থন করে না। পশ্চিম যে অর্থে 'মৌলবাদী' শব্দটা ব্যবহার করছে, তিনি সেই ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করছেন।

২০০০ : অর্থাৎ মাহাথিরের মৌলবাদ আর প্রচলিত অর্থে মৌলবাদের ধারণায় পার্থক্য আছে।

ইমতিয়াজ : হ্যাঁ। মাহাথির যেমন বলেছেন, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন। সেই অর্থে তিনি মৌলবাদী। পশ্চিমারা মৌলবাদী বলে ইসলামের মধ্যে যে ভেদ রেখাটা তৈরি করছে- যে কেউ ভালো মুসলমান, কেউ মন্দ- মাহাথির সেটার বিরোধী। তিনি বলছেন, ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু লোক থাকতে পারে। যারা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে সরে গেছে।

২০০০ : অর্থাৎ আমরা প্রচলিত অর্থে যাদের মৌলবাদী বুঝি তারা আসলে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে?

ইমতিয়াজ : হ্যাঁ। আসলে মাহাথিরের দৃষ্টিতে ইসলামে ফান্ডামেন্টাল ইসলাম আর মডারেট ইসলাম বলে কিছু নেই। ইসলাম একটাই।

২০০০ : পশ্চিমা মিডিয়া তো বরাবরই মাহাথিরের সমালোচক। বলা হয় মাহাথির ভয়ানক আত্মবিশ্বাসী। অন্যের মতকে পাত্তা না দেয়ার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে কাজ করে। আপনি কেমন দেখলেন?

ইমতিয়াজ : না, না। তেমন মনে হয়নি। তবে খুবই প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব মাহাথির। তাঁর সঙ্গে কথা বললে বুঝবেন, উনার সঙ্গে উল্টাপাল্টা কিছু বললে হবে না। মাহাথিরের সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে মালয়েশিয়ায় আমার শিক্ষক বলে দিয়েছিলেন মালয়েশিয়া সম্পর্কে যেন ভালোভাবে জেনে যাই। সাক্ষাৎকারে মাহাথির খুব সহজ সময় আপনাকে দেবেন না। যা বলবেন শুধু হ্যাঁ বলবেন, এমন লোক তিনি নন।

২০০০ : আপনার আলোচনায় কি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছিল?

ইমতিয়াজ : না, সরাসরি আসেনি। তবে আমার শেষ প্রশ্নটি ছিল মালয়েশিয়া কি অন্য মুসলিম দেশগুলোর জন্য মডেল কি না। তিনি বললেন, মালয়েশিয়া কখনোই এমন দাবি করবে না। তবে কেউ যদি মালয়েশিয়াকে অনুসরণ করে তবে সেটা তার ব্যাপার। তখন আমি বলেছিলাম, আপনি তো বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তবে বাংলাদেশের সমস্যার ধরন ভিন্ন। উনি ব্যাপারটা অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি।

২০০০ : ২২ বছরে মাহাথির মালয়েশিয়াকে একটা অন্য রকম উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। অনেক বড় স্থানে। আমার প্রশ্ন মালয়েশিয়াকে তিনি কত বড় অবস্থানে নিয়ে গেছেন?

ইমতিয়াজ : শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মালয়েশিয়া এখন বিশ্বের ১৪তম বৃহত্তম অর্থনীতি। একটা উপনিবেশ উত্তর দেশের জন্য এটা অনেক বড় ব্যাপার।

২০০০ : কিন্তু মাহাথিরের প্রশংসা যেমন আছে, তেমনি সমালোচনার জায়গাও তো কম নয়। বলা হয় তাঁর ভীষণ মালয়প্রীতি আছে।

ইমতিয়াজ : হ্যাঁ, মাহাথিরের প্রশাসন অবধারিতভাবে মালয়ীপন্থী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি অন্য সম্প্রদায় বিশেষত চীনা এবং ইন্ডিয়ানদের বঞ্চিত করেছেন। আসলে ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় যে রায়ট হয়েছিল তিনি তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে মালয়ীরা পিছিয়ে পড়ার কারণে রায়টটি হয়েছিল। মাহাথির বরং যেটা করেছেন সেটা হলো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী চীনা ও মালয়ীদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। যেন উভয়েই উপকৃত হতে পারে।

২০০০ : তাঁর প্রশাসনে দুর্নীতিও তো ছিল...

ইমতিয়াজ : দেখুন, মাহাথিরের দল উমনো (UMNO) ১৯৫৭ সালের স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতায়। তিনি নিজে ক্ষমতায় ছিলেন ২২ বছর। এই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকলে যা হয়, দুর্নীতি কিছুটা থাকতেই পারে। এমন দুর্নীতি আমেরিকাতেও আছে। থাইল্যান্ডে দুর্নীতি উন্নয়নের একটা অংশ। আসলে গতিশীল অর্থনীতিতে দুর্নীতি থাকবেই। ২২ বছরে মাহাথির যা দিয়েছেন, তার পরে এই দুর্নীতিটুকু সহজেই উপেক্ষা করা যায়। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার মালয়েশিয়া দুর্নীতির বিস্তার রোধ করতে পেরেছে। আমরা যা পারিনি।

২০০০ : মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা হয়েছিল?

ইমতিয়াজ : না, আমার সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ ছিল ভিন্ন।

২০০০ : প্রশ্নগুলো কি আগেই পাঠিয়েছিলেন?

ইমতিয়াজ : হ্যাঁ।

২০০০ : মাহাথির ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এখন বয়স ৭৯। কেমন দেখলেন বৃদ্ধ, ক্লান্ত...

ইমতিয়াজ : এখনো অসম্ভব কর্মঠ। সোজা হয়ে বসেন। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। তিনি এখন রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি পেট্রোনাস এবং প্রোটনের উপদেষ্টা। প্রতিদিন পেট্রোনাস টাওয়ারে অফিস করেন। তাঁকে নিয়ে মালয়েশিয়ার পত্রপত্রিকায় এখনো লেখালেখি হয়। আলোচনা হয়।

২০০০ : এমন কোনো প্রসঙ্গ যা ইন্টারভিউতে উল্লেখ করেননি?

ইমতিয়াজ : চলে আসার সময় অব দি রেকর্ডে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পশ্চিমের এতো সমালোচনা করার শক্তি কোথায় পেলেন। উত্তরে মাহাথির বললেন, মেরুদন্ড থাকলেই তা সম্ভব। এর মানে শুধু ব্যক্তি মাহাথিরের মেরুদন্ড নয়, পুরো মালয়েশিয়ার মেরুদন্ড।

গেছেন। এ ধরনের রাজনৈতিক স্থিতি মালয়েশিয়াকে এশিয়ার মধ্যে এক অন্য স্থান দিয়েছে। এভাবে মাহাথির প্রমাণ করেছেন এশীয়া তথা প্রাচ্যের অগ্রযাত্রা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর সামনে রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ একেবারেই ছিল না, তা নয়। ছিল বেশ ভালোভাবেই। কিন্তু মাহাথিরের গৃহীত নীতিমালাগুলো সাফল্যের মুখ দেখায় তার বিরুদ্ধে সমালোচনা ধোপে টেকে না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আলোচনায় সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, 'মাহাথির চূড়ান্তভাবে একজন আধুনিক মানুষ। তিনি তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে থেকে চিন্তা করতে পারতেন। অনেক সময় অন্যরা তা বুঝতে পারতেন না।'

'৯৭-৯৮ সালে এশিয়াজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের সময় মাহাথিরের দূরদর্শিতা আরো একবার প্রমাণিত হয়। জর্জ সরোস নামে এক হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ধনকুবেরের ফটকাবাজির দরুন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব মুদ্রাগুলোর ব্যাপক দরপতন ঘটে। অর্থনৈতিক সংকটের আগের দশকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশ অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছিল। 'এশিয়ার ব্যাঘ্র' নামে সুপরিচিত এই দেশগুলোর চার দশকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ছিল ১৫০০%। সস্তা শিক্ষিত শ্রমিক, বেসরকারীকরণ, নিয়ন্ত্রণমুক্ত পুঁজিবাজার এবং মুক্ত বাণিজ্যের কারণে এ দেশগুলো প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভে সমর্থ হয়েছিল।

ধস আসে হঠাৎ করেই। গুজব ছড়িয়ে পড়ে বিনিয়োগকৃত অনেক কোম্পানিই আসলে 'হায় হায়' কোম্পানি। শুরু হয় শেয়ারবাজার থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের হিড়িক। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে এই প্রবণতা। ১৯৯৭-এর মে মাসে থাই বাথের পতনের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত। ধাক্কা খায় মালয়েশিয়ান রিঙ্গিটও। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে ডলারের সঙ্গে রিঙ্গিটের বিনিময় হার ২.৪২ থেকে বেড়ে ৪.৮৮-তে ঠেকে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনীতির এমন বেহাল দশার জন্য দেশগুলোকেই দায়ী করে। আইএমএফ বলে, 'স্বচ্ছতার অভাবের' কারণে বিদেশীরা এসব দেশের অর্থনীতির পুরো চালচিত্র জানতে পারেনি। কাজেই বিদেশী বিনিয়োগকারীরা না জেনে অনেক কম উৎপাদনশীল শিল্পকারখানার শেয়ারে বেশি টাকা ঢেলেছে। বিপর্যস্ত দেশগুলোকে 'উদ্ধারের' নামে আইএমএফ শর্তসাপেক্ষে সাহায্য প্যাকেজ নিয়ে আসে। এ রকম একটি শর্ত ছিল, বিনিয়োগকারীদের অবাধ বিনিয়োগ এবং ইচ্ছেমাফিক পুঁজি তুলে নেবার সুযোগ দিতে হবে।

আইএমএফের 'পরামর্শ' না মেনে উপায় ছিল না মালয়েশিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, থাইল্যান্ডের। অর্থনৈতিক সংকট এসব দেশকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। মালয়েশিয়ার উদাহরণ দেয়া যায়। অর্থনৈতিক ধসের আগে মালয়েশিয়ার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৭%, মুদ্রাস্ফীতি ৪%-এর কম, বেকারত্বের হার ২৫%। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল কম। ঋণ সেবার অনুপাত ছিল ৬:১। জাতীয় সঞ্চয় হার ৩৮.৫%। ধসের কারণে ১৯৯৮ সালে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২৫.২% কমে যায় এক ধাক্কায়। সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ অর্ধেক হয়ে যায়। লাখ লাখ লোক হঠাৎ বেকার হয়ে পড়ে। কাজেই মালয়েশিয়াও অন্যান্য দেশের মতো প্রথম পর্যায়ে আইএমএফের 'প্রেসক্রিপশন' মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক বছর পরেও দেখা গেল, মুদ্রার দরপতন অব্যাহত রয়েছে। এক বছরে রিঙ্গিটের মূল্য কমেছে ৩৫%। অন্যদিকে কুয়ালালামপুর শেয়ারবাজারে সার্বিক সূচকের পতন ঘটেছে ১২০০ পয়েন্ট বা ৫২ শতাংশ। মাহাথির বুঝতে পারলেন আইএমএফের পরামর্শ মেনে কাজ হবে না।

১৯৯৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর মাহাথির টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। বছরখানেক আগে এমনই এক টিভি ভাষণে অর্থনৈতিক ধসের জন্য তিনি জর্জ সরোসকে 'বেজন্মা' বলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন। এ দিনের ভাষণটি ছিল দ্ব্যর্থবোধক। মাহাথির ঘোষণা দেন, দেশের বাইরে মালয়েশিয়ান মুদ্রা রিঙ্গিটে কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না। বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত রিঙ্গিট এক মাসের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়ে বলেন, এরপর সেই মুদ্রা অবৈধ হয়ে যাবে। এছাড়া ডলারের সঙ্গে রিঙ্গিটের বিনিময় হার ৩.৮-এ বেঁধে দেয়া হয়। শেয়ার বেচাকেনার মাধ্যমে বিদেশীর অর্জিত লাভ বাইরে নিয়ে যাওয়ার ওপরেও কড়াকড়ি আরোপ করেন। এছাড়া যারা মালয়েশিয়ার অধিবাসী নন, তাদের জন্য রিঙ্গিট ব্যবহার অবৈধ ঘোষণা করেন। কার্যত মাহাথির আইএমএফের কোনো পরামর্শ বা সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন।

মাহাথির মোহাম্মদের এমন 'উদ্ভট' সিদ্ধান্ত দেশের ভেতরে-বাইরে সমালোচনার ঝড় তোলে। আইএমএফসহ পশ্চিমা

'আজকে ইহুদিরা পেছন থেকে বিশ্ব শাসন করছে'

দশম ওআইসি সম্মেলনে দেয়া মাহাথিরের ভাষণের অংশবিশেষ

'যদি ইসলাম এবং আমাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। শুরুতে সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব ঘোচাতে অন্তত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে, যেমন প্যালেস্টাইন এক হতে হবে। আমরা সবাই মুসলমান। আমরা সবাই নিষ্পেষিত। আমরা সবাই অপমানিত।...

এক উম্মাহ হবার বদলে আমরা অসংখ্য মাজাহার তরিকায় নিজেদের বিভক্ত করেছি। প্রত্যেকের ইসলামী উম্মাহ হিসেবে এক হবার বদলে নিজেদেরটাকে সত্যিকার ইসলাম দাবি করতে ব্যস্ত। আমরা খেয়াল করি না যে, আমাদের নিপীড়ক এবং শত্রুরা আমরা সত্যিকার মুসলমান কি না সেই তোয়াক্কা করে না। তাদের কাছে আমরা সবাই মুসলমান, একই ধর্ম এবং নবী যাকে তারা সন্ত্রাসের মদদদাতা সাব্যস্ত করেছে, তাঁর অনুসারী। আমরা সবাই তাদের শত্রু।...

ইউরোপীয়রা মুসলিম ভূখন্ড নিয়ে যা খুশি তাই করছে। এতে অবাক হবার কিছুই নেই যে তারা ইহুদি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে মুসলিম ভূমিতে ইসরায়েল রাষ্ট্র বানিয়ে বসবে। বিভক্ত মুসলমানরা বেলফোর এবং ইহুদি আগ্রাসন ঠেকাতে কার্যকর কিছুই করেনি।...

অনেকে মনে করে, দরিদ্রতা বুঝি ইসলামী, দুঃখ দুর্দশা এবং নির্যাতিত হওয়াটাই ইসলামী। এ বিশ্ব আমাদের জন্য নয়। আমাদের আনন্দ শুধু পরকালে বেহেশতে। আমাদের কাজ শুধু ইবাদত-বন্দেগি করা, অথচ সুরা রা'আদের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি ততক্ষণ সেই জাতির অবস্থার পরিবর্তন করে না, যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয় না। আমরা এখন ১৩০ কোটি মুসলমান। বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল মজুদ আমাদের। আমাদের প্রচুর সম্পদ আছে। আমরা বিশ্ব অর্থনীতির কলকব্জা জানি। বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে ৫৭টি দেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের ভোটে যেকোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার উত্থান-পতন নির্ভর করে। তবুও কেন আমরা অসহায়? এটা কি আল্লাহর ইচ্ছা, নাকি ধর্মকে ভুল ব্যাখ্যার ফল? ধর্মের সঠিক শিক্ষাকে মেনে চলতে ব্যর্থতার ফল?

আমরা আসলে খুবই শক্তিশালী। ১৩০ কোটি মানুষকে মুছে ফেলা এতো সোজা নয়। ১ কোটি ২০ লাখ ইহুদির মধ্যে ইউরোপীয়রা ৬০ লাখকে হত্যা করেছিল। আজকে তারাই পেছন থেকে বিশ্ব শাসন করছে। তাদের হয়ে অন্যেরা যুদ্ধ করে এবং মারা পড়ে।'

দাতাগোষ্ঠী এ ভেবে শঙ্কিত হয় যে, মালয়েশিয়ার দেখাদেখি যদি অন্যান্য এশিয়ান, আফ্রিকান কিংবা ল্যাটিন আমেরিকান দেশ এমন কড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরোপ করে তাহলে পশ্চিমা বিনিয়োগকারীদের শেয়ারবাজারে 'ফটকাবাজি' বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও মাহাথিরকে আরো বড় বিপদের ভয় দেখানো হয়।

আদতে দেখা যায়, মাহাথির সঠিক কাজটিই করেছিলেন। রিঙ্গিটের অফ-শোর লেনদেন বন্ধ করে এবং শেয়ারবাজারের লাভ তুলতে বাধা দিয়ে দেখা গেল, কয়েক মাসের মধ্যেই দরপতন ঠেকেছে। ২০০০-এর মাঝামাঝিতে বিদেশী লগ্নিকারকদের লাভ তুলে নেয়ার ওপর কড়াকড়ি শিথিল করা হয়। যদিও সেই লাভ অন্তত ১ বছর মালয়েশিয়ায় মুদ্রা বাজারে থাকাটা বাধ্যতামূলক করা হয়। নয়তো সেই লাভের ওপর রপ্তানি শুল্ক বসানোর হুমকি দেন মাহাথির। হুমকিতে কাজ হয়। এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সংকট চলতে থাকলেও মালয়েশিয়ার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে। বিশ্বব্যাংকের দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, '৯৮ সালের মাইনাস ৭.৫% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি '৯৯ সালে ত্বরিত বৃদ্ধি পেয়ে ৬%-এ ওঠে। ২০০৩ সালে অর্থাৎ মাহাথিরের অবসর গ্রহণের বছরে এ হার ৪%-এ স্থিতিশীল ছিল। তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন (১৯৮১) তখন ক্রয়ক্ষমতা সাম্যের (পিপিপি) হিসাবে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু জিএনপি ছিল ২৩২০ ডলার। মাহাথির সেটিকে নিয়ে যান ৮৯২০ ডলারে (২০০২)।

মাহাথির তার সমসাময়িক অন্য রাজনীতিবিদদের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে চিন্তা করতে পারতেন। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকার এ অনন্য গুণ অবশ্য তাঁকে অন্যদের বিরোধিতার মুখেও ফেলেছে। যেমন '৯৭-৯৮ সালে অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্য তিনি যেসব অভাবনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁর অর্থমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ছিলেন সেগুলোর তীব্র বিরোধী। ইব্রাহিম ছিলেন মাহাথিরের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাকে মাহাথিরের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবেই দেখা হতো। সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল '৯৭-৯৮ সালের আগ পর্যন্ত। শেয়ার ও মুদ্রাবাজারে ধসের পর মালয়েশিয়ার করণীয় কর্তব্য নির্ধারণের সময় ইব্রাহিম পক্ষ নিয়েছিলেন আইএমএফের 'প্রেসক্রিপশন' মেনে চলার। মুদ্রা ও আর্থিক ব্যয় সংকোচনের পাশাপাশি অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজির নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রবাহ নিশ্চিত করার পক্ষে ছিলেন ইব্রাহিম। পক্ষান্তরে মাহাথির বুঝেছিলেন, বিদেশী লগ্নিকারকদের ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসার সুযোগ দিয়ে পুঁজিবাজার শূন্য হয়ে যাবে। কেননা, জর্জ সরোসের মতো ফটকা

ZZxq we‡ki `wi` †`k †_‡K gvnw_i gvj‡qwkqv‡K wb‡q †M‡Qb cvq DbZ †`‡ki KvZv‡i

কারবারিরা তখনো পুঁজি প্রত্যাহার অব্যাহত রেখেছে। মূলত আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দু'জনের ভিন্নমত তাদের শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে।

ছাত্রজীবনে আনোয়ার ইব্রাহিম ছিলেন জনপ্রিয় নেতা। 'দাওয়া' পার্টির সদস্য হিসেবে তার বেশ নামডাক ছিল। এ পার্টি অনেকটা মধ্যপন্থি মুসলিম মতাদর্শী। আনোয়ারের জনপ্রিয়তা দেখে মাহাথির তাকে উমনোতে ডেকে নেন। এর পেছনে অবশ্য ভিন্ন আরেকটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল বলে সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন। তা হলো, আনোয়ার ইব্রাহিম যেন স্বাধীনভাবে না বাড়তে পারেন। উমনোতে অবশ্য দুজনেরই সদ্ভাব ছিল। তা না হলে আনোয়ার ইব্রাহিমের এতোদূর উঠে আসা সম্ভব হতো কি না সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। আইএমএফের ঋণ না নেয়া এবং সেই সঙ্গে শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে মাহাথিরের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সেই কৃপাদৃষ্টি হারান ইব্রাহিম। মাহাথিরের বিদেশ ভ্রমণের সময় কিছুদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ইব্রাহিম। সে সময় গাড়িচালকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের একটা অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। দেশে ফিরে মাহাথির প্রথমে আনোয়ার ইব্রাহিমের পক্ষ নিয়ে এসব অভিযোগকে বানোয়াট বললেও পরবর্তীতে সেই অভিযোগ পুনরুজ্জীবিত করেন। বরখাস্ত করেন ইব্রাহিমকে এবং কারাদন্ড দেন।

আনোয়ার ইব্রাহিমকে এভাবে 'ধ্বংস' করাটা অবশ্য দেশেই অনেকে পছন্দ করেননি। পশ্চিম বিশেষত আমেরিকা তো নয়ই। সৈয়দ ইমতিয়াজ বললেন, 'এ ঘটনার পর দেশে মাহাথিরের জনপ্রিয়তায় কিছুটা ধস নামে। হয়তো সে কারণেই সর্বশেষ নির্বাচনে (২০০৩ সালে) নিজের আসনে পরাজিত হন মাহাথির। জনপ্রিয়তা কমলেও একটা বিষয়ে সবাই একমত, মাহাথিরের নেয়া সিদ্ধান্ত মালয়েশিয়াকে রক্ষা করেছে।'

৭৭ বছর বয়সে ২০০৩ সালে মাহাথির অবসরে যান। তার দল অবশ্য এখনো ক্ষমতায়। আবদুল্লাহ আহমেদ বাদাওয়ি প্রধানমন্ত্রী। মাহাথিরের তুলনায় তিনি অনেক বেশি 'আপন লোক'।

কিন্তু মাহাথির কী করছেন? মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে তার কি কোনো ভূমিকাই অবশিষ্ট নেই?

'আছে', বললেন সৈয়দ ইমতিয়াজ, 'পর্দার পেছনে আছেন মাহাথির।' এখন অবশ্য ব্যস্ত কনসালটেন্সি নিয়ে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানি পেট্রোনাস, মোটরগাড়ি কোম্পানি প্রোটন সাগার উপদেষ্টা তিনি। তাকে নিয়ে মালয়েশিয়ার পত্র-পত্রিকায় এখনো লেখালেখি হয়, আলোচনা হয়।

তিনি কি ক্লান্ত?

মোটেই না। বরং এখনো ঋজু হয়ে বসে কথা বলেন। মানুষ হিসেবে শক্ত। 'আপনি তার সামনে বসে স্বস্তি পাবেন না' বললেন মাহাথিরকে খুব কাছে থেকে দেখে আসা সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ। মাহাথিরের সবচেয়ে বড় গুণ নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস। হয়তো কখনো কখনো তিনি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। ক্ষমতার শেষের দিকে এশিয়াউইক পত্রিকায় তার একটি সাক্ষাৎকার নেয়া যায়। সর্বশেষ প্রশ্নটি ছিল : মানুষ কেন আপনাকে মনে রাখবে?

মাহাথির জবাব দেন, আমি এর তোয়াক্কা করি না।

মানুষ তাকে মনে রাখলো কি রাখলো না, মাহাথির তার তোয়াক্কা করেন না! তিনি

আসলে জানেন, মানুষ তাঁকে মনে রাখবেই। কারণ মাহাথির একজনই! সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদের সঙ্গে মাহাথিরের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলাম, আধুনিকতা ও মৌলবাদ-বিষয়ক কথোপকথন। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে মাহাথির বলেছেন, 'আমরা মধ্যপন্থি মুসলমান নই, আমরা মৌলবাদী মুসলমান।' সারা বিশ্বেই ইসলাম এবং মৌলবাদ নিয়ে বিতর্ক চলছে। আমেরিকা বলছে, লাদেন মৌলবাদী। আমাদের দেশেও আমরা দেখছি, আমিনী, শায়খ আবদুর রহমান, বাংলা ভাইদের মতো মৌলবাদীদের উত্থান। এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, মাহাথির যদি স্বঘোষিত মৌলবাদীই হবেন, তাহলে আমিনী কিংবা শায়খ রহমানের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? 'মৌলবাদী মুসলমান' (Fundamentalist Muslim) বলতে মাহাথির আসলে কী বলতে চেয়েছেন?

বিষয়টি খুলে বললেন সৈয়দ ইমতিয়াজ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা যিনি মেনে চলেন, মাহাথিরের দৃষ্টিতে তিনিই মৌলবাদী। ইসলাম শান্তির কথা বলে। কাজেই একজন 'মৌলবাদী' মুসলমানের কাজ হবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, শায়খ রহমানের মতো জঙ্গিরা মাহাথিরের বক্তব্য অনুযায়ী মৌলবাদী নন। বরং তারা ইসলামের মূল আদর্শ থেকে সরে আসা বিভ্রান্ত লোকজন। সৈয়দ ইমতিয়াজের কথায়, 'মাহাথির আসলে ইসলামকে মধ্যপন্থি, মৌলবাদী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করতে চান না। তার দৃষ্টিতে ইসলাম একটাই।' আর সেই শান্তিবাদী ইসলামের শাশ্বত রূপটিই মাহাথিরের ভাষায় 'মৌলবাদী ইসলাম'।

মাহাথির বারবার বলেছেন এশিয়ার মূল্যবোধের কথা। আঘাত করেছেন পশ্চিমাদের আগ্রাসী নীতিতে। 'ইউরোপীয়রা খুবই লোভী। জোর করে অন্যদের জায়গা-জমি আর অধিকার দখলে নিতে চায়। ইউরোপীয়রা যে সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ আমাদের উপরে চাপিয়ে দিতে চায় তা হলো ভোগবাদ, আমোদফুর্তি, হীন লালসার তৃপ্তি বিশেষত যৌনাচার। আমাদের জীবনও যেন হতে হবে তাদের মতো। তাদের কাছে এশিয়ার মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমাদের নীতিনৈতিকতার মানদন্ড তথাকথিত উন্নত দেশগুলো থেকে আলাদা।'

পশ্চিমের এই যে সমালোচনা, এটা করার সাহস পেলেন কীভাবে? সাক্ষাৎকার শেষে বেরিয়ে আসার সময় মাহাথিরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সৈয়দ ইমতিয়াজ।

'এজন্য মেরুদন্ড থাকতে হয়' মাহাথিরের উত্তর।

এই মেরুদন্ড শুধু মাহাথিরের নিজের নয়, দেশেরও। যার নির্মাতা মাহাথির নিজেই।

নির্বাচিত সাক্ষাৎকার থেকে...

wewfb mg‡q AvšRwZK wgwWqvi Kv‡Q mv¶vrKvi w`‡q‡Qb gvnw_i †gvnv¤§`| bvbv cm‡½ K_v e‡j‡Qb| Bmjvg Ges cwð‡gi m¤úK e¨vL¨v K‡i‡Qb| Zvi A‡bK e³e¨B So Z‡j‡Q cwð‡g| †mBme mv¶vrKv‡ii wbewPZ Ask GLv‡b Z‡j †`qv n‡jv| gvnw_‡ii e³e¨¸‡jv Zv‡K eS‡Z mvnvh¨ Ki‡e...

আমেরিকা-রাশিয়ার স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পার্থক্য নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

মাহাথির : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পার্থক্য আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অর্থের প্রবাহ কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক দেশে অর্থ বা পুঁজির প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় না। পুঁজির এই উন্মুক্ত নীতিই ধনতন্ত্র। পুঁজি বাজারে অর্থের প্রবাহ হয় প্রয়োজনে কিংবা চাহিদার জন্য। তবে এ অর্থের স্বাধীন প্রবাহই এখন দেশ দখলের প্রধান অস্ত্র। অতীতে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে একটি দেশ দখল করা হতো। এখন শুধু অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি দেশকে পঙ্গু করে দেয়া সম্ভব। পরনির্ভরতার সুযোগের মাধ্যমে পঙ্গু দেশটির নীতিমালায় প্রভাব ফেলা যায়। আর কোনো দেশের নীতিমালায় অন্য দেশ প্রভাব রাখাটাই তো দেশ দখলের অন্যতম কারণ।

মালয়েশিয়া ছিল রাবার রপ্তানির অন্যতম দেশ। সেখান থেকে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উন্নতির রহস্যটা কি ছিল?

মাহাথির : বহু আগে আমরা বুঝেছিলাম ঔপনিবেশিকতার মনোভাব বা রীতিনীতি ধরে রাখলে উন্নতি হবে না। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছিল। ১ একর জমিতে চাষাবাদ করেও কৃষক জীবন নির্বাহের জন্য অর্থ যোগাতে পারছিল না। কিন্তু ঐ একই জমিতে যদি কারখানা বসানো হয় তাহলে অন্তত ৫০০ পরিবারের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব। দক্ষ শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে কারখানা তৈরি করা হয়েছিল। কর্ম সংস্থানের সৃষ্টিই ছিল মূল লক্ষ্য। ক্রমান্বয়ে এই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আমরা এতোটাই সফল হয়েছি যে এখন বিদেশ থেকে শ্রমিক আনতে হয়। কর্মসংস্থানের সংখ্যা প্রকৃত দক্ষ শ্রমজীবীর চেয়ে বেড়ে গেছে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যখন মালয়েশিয়াকে গ্রাস করলো তখন? অর্থ প্রবাহের বিপরীতমুখী অবস্থায় আপনি কি ভেবেছিলেন?

মাহাথির : খুব চিন্তায় পড়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম। আমরা কখনো এই অবস্থার কথা চিন্তা করিনি। এর আগে শুধু রিংগিত (মালয়েশিয়ার মুদ্রা)-এর সাময়িক তারতম্য দেখেছিলাম। কিন্তু, ক্রমান্বয়ে মুদ্রার দাম হ্রাসের অবস্থা আমরা বিবেচনায় আনিনি। স্টক মার্কেটেও দাম পড়ছিল পাল্লা দিয়ে। আমরা অসহায় হয়ে উঠছিলাম। কোনো পদক্ষেপেই কাজ হচ্ছিল না। তবে এই হতাশাজনক অবস্থা সৃষ্টির মূল কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে দুর্বল ভূমিকা। উন্নত বিশ্বগুলো মুদ্রার ভবিষ্যৎ অবস্থার তারতম্য ঘটাতে পারে। তাদের পুঁজি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সেই সময় আমেরিকান সরকারের বলা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি সব খোঁড়া যুক্তি। আমরা যদি সত্যিই এতোটা দুর্নীতিগ্রস্ত হতাম তাহলে এতোটা উন্নতি কি করতে পারতাম? কিছু মানুষ পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেছিল।

তখন সমস্যা সামলালেন কিভাবে?

মাহাথির : উপায় হয়তো অনেক ছিল। আমার কাছে সেরা মনে হয়েছিল মুদ্রার মূল্য স্থিতিকরণ। মুদ্রা বিনিময় হার স্থির করার পর আমরা পুঁজি বাজার বা স্টক মার্কেটের কিছু নিয়ম সংশোধন করি। এর মধ্যে একটি ছিল অগ্রীম বিক্রয়। যেখানে আপনি শেয়ার না কিনেও বিক্রি করতে পারবেন। এগুলো বদলানো ধীরে ধীরে স্থিতাবস্থা ফিরে আসে। প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পায়।

তাহলে কি আপনি বিশ্বায়নের বিপক্ষে?

মাহাথির : না, ঠিক বিপক্ষে নয়। তবে ঐ দলের বিপক্ষে যারা শুধু নিজেদের অযাচিত লাভের জন্য বিনিয়োগ করে। শুধু নিজের লাভের কথা চিন্তা করে একটি দেশকে নিয়ে খেলে। মুখে উন্নয়নের মিষ্টি কথা বললেও মনে প্রাণে তারা অন্য দেশের উন্নয়ন বিরুদ্ধ। মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রেই ধরুন অর্থ সঙ্কটের সময় প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার ক্ষতি হয়েছিল। অর্থ বাজারে সম্পৃক্ততা মাত্র ৫ বিলিয়ন মুনাফা করেছে। আমার মনে হয় না কোনো ব্যক্তি বা প্রকৃত দেশপ্রেমিক এটা মানবে যে দেশের ২৫০ বিলিয়ন ক্ষতি করে কেউ ৫ বিলিয়ন মুনাফা করুক। এ জন্যই অর্থের অবাধ প্রবাহ কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো কিছু নয়।

তাহলে কি বিশ্ববাজার বা উন্মুক্ত বাজারের বিপক্ষে আপনি?

মাহাথির : না বিপক্ষে নয়। তবে নীতিমালা এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রয়োজন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে। মালয়েশিয়াতে তো বহু আগে থেকে বিদেশী প্রতিষ্ঠান এসেছে। কারখানা তৈরি করেছে। মানুষকে কর্মসংস্থান দিয়েছে। ব্যবসা করেছে। মুনাফা পেয়েছে। এগুলো অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববাজারের এ অবস্থা আমার কাম্য। কিন্তু, অর্থের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ কারো কাম্য নয়। দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহই যথেষ্ট।

পশ্চিমা ও অ্যান্টি-পশ্চিমা দৃষ্টি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

মাহাথির : পশ্চিমা মানুষরা যখন নিজেদের কোনো ব্যাপারে সমালোচনা করে তখন তাদের প্রকাশ ভঙ্গি এমন থাকে যা সুস্পষ্ট করে দেয় আমাদের বক্তব্য বা মন্তব্য করার অধিকার নেই। যারা পশ্চিমাদের সমালোচনা করে তারাই অ্যান্টি-পশ্চিমা। কেন আমাদের মতামত ব্যক্তের সমঅধিকার থাকবে না তা আমার বোধগম্য হয় না। তবে আমার মতে কোনো ভালো পরিকল্পনা তা পূর্ব বা পশ্চিম যেখানেরই হোক সব সময় গ্রহণ করা উচিত। আর পশ্চিমাদের যদি আমাদের মতো পূর্বের দেশ বা গরিব দেশদের নিয়ে এতোই সমস্যা থাকে তাদের উচিত বিনিয়োগ বন্ধ করা। উল্টোপাল্টা সমালোচনাও করবো মুনাফাও বানাবো এই বিপরীতমুখী নীতি খুব ভয়ঙ্কর। পশ্চিমাদের যথাযথ সমালোচনা উচিত সাদরে গ্রহণ করা। উন্নত দেশে উন্নত মানসিকতা জন্ম দেবে এটাই তো আমার আশা। তারা অশিক্ষিতের মতো বা আনাড়ির মতো গরিব দেশরা সমালোচনা করলেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। সমালোচনা গ্রহণের মতো উন্নত মানসিকতা গড়ে উঠেনি বহু দেশের। এটা দুর্ভাগ্যও আমাদের সবার বোঝা উচিত মানুষ নিজেই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তার মাথা থেকে যা বের হবে তারও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বভাবিক। এই ভুলগুলো শুধরে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে দেশগুলোর ব্যবসা বা পরিকল্পনাগুলোর ব্যস্তবায়ন দরকার। পৃথিবীর কোনো মানুষ সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্ববোধের উর্ধ্বে নয়। পূর্ব-পশ্চিম বা উন্নত-অনুন্নত দেশের মানুষেরা সকলেই সমান। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখুন পণ্য বা বাজার হিসেবে নয়। পশ্চিমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিটি কি তাদেরই সৃষ্ট মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী নয়?

ইসলামের প্রচার বা বিস্তারকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

মাহাথির : মৌলবাদীরা শুধু ক্ষমতার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে। ভয় দেখিয়ে জনগণের সমর্থন আদায়ের অপচেষ্টা করে। মৌলবাদীরা ইসলামকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে সাধারণ মানুষও এক সময় অন্ধ গোঁড়ামির দিকে অগ্রসর হয়। তখন তাদের নেতারা কোনো অপরাধ বা ভুল করলেও জনগণ তাদেরকেই সমর্থন করে। সুতরাং ইসলাম রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা নিজের রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কখনোই ইসলামকে ব্যবহার করিনি।

মৌলবাদী বা গোঁড়া ইসলামিক বিশ্বাসের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

মাহাথির : এটা ইসলাম নয়। মালয়েশিয়ায়, চধং নেতা ও কর্মীরা ইসলাম বিরুদ্ধ শিক্ষা প্রচার করছে। আমি এমন অনেক উদাহরণ দেখাতে পারি যেখানে তারা ইসলাম বিরুদ্ধ কথা ব্যক্ত করেছে। যেমন তারা বলে জনগণের সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই। যা সম্পূর্ণ ইসলাম বহির্ভূত কথা। ইসলামী দলটি আরো বলে, জনগণ যদি চধং ভোট দেয় তাহলে তারা বেহেশ্‌তে যাবে। আমার প্রশ্ন হলো, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষ কি দোজখে যাচ্ছে? যেখানে তো চধং সক্রিয় নেই। তারা এমন আরো অনেক কথা বলেছে যেগুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরুদ্ধ। জনগণের সমর্থনকে আকৃষ্ট করার জন্য ইসলাম বেশ কার্যকরী। তাই তারা ইসলামের অপব্যবহার করছে। তারা নয় বরং আমরাই ইসলামের জন্য লড়ছি। মালয়েশিয়াতে আমি এমন কিছু কখনোই করিনি বা বলিনি যা ইসলাম বহির্ভূত। তারা দেশে হুদুদ আইন চালু করতে চায়। কিন্তু বিশ্বের কোনো দেশেই হুদুদ আইনের প্রচলন নেই। তারা যদি বলে হুদুদ আইন ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত হতে পারে না, তাহলে পৃথিবীতে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রই নেই। মানুষের হাত কেটে ফেলা এমন নিয়ম নবীজীর সময় প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই আমলে মুসলিমরাও ইসলামের সকল নিয়ম-কানুন নিখুঁতভাবে মেনে চলতো। কিন্তু এখন সেই অবস্থা আর নেই।

অনেকে আপনাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের বশ্যতার পক্ষপাতি বলে আখ্যায়িত করে। আপনার মধ্যে স্বজনপ্রীতি ও বিশ্বায়নের বিরোধিতা করার প্রবণতাও আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

মাহাথির : আমি এর আগেও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। অন্যরা আমাকে কীভাবে বা আমার সম্পর্কে কি বলে তাতে কিছু আসে যায় না। আমার যা সঠিক বলে মনে হয়েছে আমি তা করেছি। এবং প্রাপ্ত ফলাফলে আমি সন্তুষ্ট। আমি জানি এগুলো সবই মিথ্যা অপবাদ। লোকে আমাকে একনায়ক বললেও আমি জানি আমি কি। তারা যদি বলে আমার মধ্যে স্বজনপ্রীতির প্রবণতা আছে তাহলেও আমার কিছু এসে যায় না। কারণ আমার মধ্যে স্বজনপ্রীতিসুলভ কোনো চিন্তা-ভাবনা বিরাজ করে না। ভিত্তিহীন কোনো অপবাদ নিয়ে আমি বিচলিত হই না। যেকোনো রাজনীতিবিদের জীবনে এমন মানুষও থাকবে যারা তাকে সমর্থন করবে আবার এমন লোকও থাকবে যারা তাকে হত্যা করতে চাইবে। উমনোর (টগঘঙ) অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক এমনটি আমি কখনোই চাইনি। আমি সব সময়েই তাদের এমনটি না করার অনুরোধ করেছি। কারণ আমি জানি একদিন তারা আমাকে ঘৃণা করবে। আমি একা কি করেছি না করেছি যেটা মুখ্য নয়। মুখ্য হলো দলগতভাবে আমরা কি অর্জন করেছি। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে আমরা কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছি। কোনো সফলতাকেই আমি একান্ত নিজের বলে দাবি করি না। সত্যিকার অর্থে, আমি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আমার প্রথম নির্দেশটিই ছিল, যেকোনো সরকারি দপ্তরেই আমার ছবি টাঙানো হবে না। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সময়েও আমার নামে কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠা করতেও আমি নিষেধ করেছিলাম।

দেশে বিরাজমান দুর্নীতি সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কী?

মাহাথির : যারা বলে মালয়েশিয়ায় প্রচুর দুর্নীতি বিরাজ করে তারা অবিবেচক। এটা তাদের নিজের অভিমত নয় বরং এটা তাদের শোনা কথা। কারো কাছ থেকে শুনে তারা এসব অপবাদের পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু আমরা এ দেশে কি করছি সেটা তারা সঠিকভাবে পর্যালোচনা বা যাচাই করে দেখে না। আমি এটা বলছি না যে দেশে কোনো দুর্নীতি নেই। যেকোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই দুর্নীতি থাকে। কিন্তু মালয়েশিয়াতে দুর্নীতি এখনো অত প্রবলভাবে আঘাত হানতে পারিনি। আর কেউ যদি বলে এদেশে স্বজনপ্রীতির প্রবণতা আছে তাহলে আমি তার কঠোর বিরোধিতা করবো। কারণ আমি তাদেরকেই সুযোগ দিই যাদের যোগ্যতা আছে।

আপনার কি মনে হয় যে গত কয়েক বছরে আপনি কোনো ভুল করেছেন?

মাহাথির : কিছু কিছু বিষয়কে আমি খুবই খাটো করে দেখেছি। আমার প্রতিনিধিকে তার পদ থেকে অপসারণ করে আমি ভুল করেছি বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু তার সমস্যা সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে আমি তেমন গুরুত্ব দিই না। এটা আমার ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অনুবাদ : **রাশেদ রায়হান**
সাইমন মোহসিন